RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
VOCAL MUSIC DEPARTMENT

COURSE - B.A. (Compulsory Course) (CBCS) 2020
Semester - IV , Paper - I
Teacher - Dr. Sankar Bhattacharyya

D) Short notes on different elements of Tala.

১) **মাত্রা** - একই লয়ে বা চালে তালের সময়ের গণনা করবার জন্য যে স্বল্পকালকে আদর্শ স্বরুপ, নির্দিষ্ট করে নেওয়া হয় তাকে বলা হয় মাত্রা। মাত্রা তালের ক্ষুদ্রতম অংশ। কতকগুলি নির্দিষ্ট বিভাগের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যায় মাত্রা বন্টনের দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট তাল গঠিত হয়। তালের লয় বা গতি বৃদ্ধি বা হ্রাস হলে মাত্রা সংখ্যার কোন বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। তালের মাত্রা সর্ব্বদা সমান থাকে।

২) **বিভাগ** - প্রত্যেক তালের ছন্দ-বৈচিত্র্য প্রদর্শনের জন্য মাত্রাগুলিকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। এই ভাগগুলিকেই বিভাগ বলা হয়ে থাকে। যেমন ত্রিতালে ৪টি বিভাগ থাকে বা ঝাপতালে ২টি বিভাগ থাকে ইত্যাদি।

৩) **সম** - যে মাত্রা থেকে তালের ঠেকা বাজানো শুরু হয় তাকে 'সম' বলে। গান বা বাজনার সময় অন্য মাত্রার থেকে সমে ঝোঁক বেশি পরে বলে সমকে অন্য মাত্রা থেকে সহজেই পৃথক করা যায়। সাধারণত বোললিপির প্রথম বিভাগের প্রথম মাত্রাকেই 'সম' বলা হয়। তাললিপিতে সমকে + বা x চিহ্নে দেখানো হয়।

৪) **তালি** - তালের যে বিভাগের প্রথম মাত্রায় হাতে শব্দ করে তালি বাজানো হয়, তাকে তালি বা ভরি বিভাগ বলা হয়। সম-কে প্রথম তালি হিসেবে গণনা করা হয়। ত্রিতালে ১ম, ৫ম, ও ১৩ তম মাত্রায় তালি দেওয়া হয়।

৫) **খালি** - তালের যে বিভাগে প্রথম মাত্রায় তালি বাজে না এবং সেই বিভাগে তবলা বা পাখোয়াজের বোল লঘু শব্দে বাজানো হয়, তাকে খালি বা ফাঁক বিভাগ বলা হয়।

তাললিপিতে খালি মাত্রাকে '০' চিহ্নে দেখানো হয়। কোনো তালের বিভাগের প্রথম মাত্রা খালি হয় না।

৬) ছন্দ - ধ্বনির বিভিন্ন তরঙ্গায়িত বৈচিত্রপূর্ণ বিভাগকেই ছন্দ বলা হয়। মহর্ষি পাণিণী বলেছেন যা আমাদের মনে আনন্দ উৎপাদন করে তাই ছন্দ। ছন্দের একটি দোলন আছে, তরঙ্গায়িত ভাব আছে তাই ছন্দ একটি অনুভবযোগ্য গতিময় অনুভূতি। ছন্দের অনুভূতি দুইভাবে হয়, যথা - কাব্যপাঠের দ্বারা এবং সুরের গতি বৈচিত্রের দ্বারা। প্রথমটিকে বলে কাব্যছন্দ এবং দ্বিতীয়টিকে বলে তাল ছন্দ। তালের রচনারীতির মধ্যি ছন্দ থাকে। এই ছন্দ তালকে কখনো চঞ্চল, কখনো বা উচ্ছল করে তোলে। তাতে সমতা, অসমতা, বিষমতা প্রকাশ পায়। ছন্দের বৈচিত্র প্রকাশ পায় তালের নানা রকমের লয়কারীর মাধ্যমে।

৭) লয়কারী - লয়ের বৈচিত্র্য প্রসঙ্গই লয়কারী। লয় সঙ্গীতের বিশিষ্ট অলংকার আভরণ। বর্ণ বিন্যাসের তারতম্যে লয়ের মাধুর্য প্রকাশিত হয়। সুরের ও লয়ের বৈচিত্র সৃষ্টিই শিল্পীর কলা সাধনার প্রকৃষ্ট পরিচয়। কোন বোল প্রথমত বিলম্বিত বা মধ্য লয়ে বাজাবার সময় মাঝে মাঝে বিভিন্ন লয়ে বাজিয়ে সমে এসে পুনরায় আগের লয়ে বাজানোকে লয়কারী বলে। ধ্রুপদ , ধামার প্রভৃতি গানে এইরূপ লয়কারী করে শ্রোতার মনোরঞ্জন করা হয়। আধুনিক সময়ে ঠায়, দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চৌগুণ, আড়, কুঁআড়, বিআড় প্রভৃতি লয়কারী প্রচলিত।

৮) ঠায় লয় - মধ্যলয়কে ঠায়লয় বলা হয়। সাধারণত মধ্যলয়ের এক মাত্রায় একটি করে বোল, স্বর বা কথা গাওয়া, বলা বা বাজানো হয়।

ঝাপতালের ঠায় লয়

X ২ ০ ৩
II ধী না I ধী ধী না I তি না I ধী ধী না II
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৯) দ্বিগুণ লয় - এই লয়ের গতি মধ্যলয়ের গতির দ্বিগুন হবে। মধ্যলয়ের একমাত্রায় যদি মধ্যলয়ের দুই মাত্রা বোল গাওয়া বা বাজানো হয়, তখন তাকে দ্বিগুন লয় বলে।

ঝাপতালের দ্বিগুণ লয়

x			২			০		৩			
II	ধীনা	ধীধী	I	নাতি	নাধী	ধীনা	I	ধীনা	ধীধী	I	নাতি	নাধী	ধীনা	II

II ধীনা ধীধী I নাতি নাধী ধীনা I ধীনা ধীধী I নাতি নাধী ধীনা II

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১০) **ত্রিগুণ লয়** - এই লয়ের গতি মধ্যলয়ের গতির তিনগুন হবে। মধ্যলয়ের একমাত্রায় যদি মধ্যলয়ের তিন মাত্রা বোল গাওয়া বা বাজানো হয়, তখন তাকে ত্রিগুন লয় বলে।

ঝাপতালের ত্রিগুণ লয়

x ২ ০ ৩

II ধীনাধী ধীনাতি I নাধীধী নাধীনা ধীধীনা I তিনাধী ধীনাধী I নাধীধী নাতিনা ধীধীনা II

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

**To be continued in the next set.